রিপোর্ট

জাতীয় আদিবাসী গোলটেবিল বৈঠক

ডিসেম্বর ১৮-২০, ১৯৯৭, ঢাকা

রিপোর্ট

জাতীয় আদিবাসী গোলটেবিল বৈঠক

ডিসেম্বর ১৮-২০, ১৯৯৭, ঢাকা

সম্পাদনা
ফিলিপ গাইন

গ্রন্থনা
প্রিসিলা রাজ ও শিশির মোড়ল

প্রকাশক

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যাণ্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)
৪/৪/১(বি) (৪র্থ তলা), ব্লক-এ, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮৮-০২-৯১২১৩৮৫, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৫৭৬৪
E-mail: sehd@citechco.net

১৯৯৭ সালের ১৮, ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় আদিবাসী গোলটেবিল বৈঠক। এ রিপোর্ট সেই গোলটেবিল বৈঠকের সারসংক্ষেপ তুলে ধরেছে। চারটি আয়োজক প্রতিষ্ঠানের একটি সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যাণ্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) এ রিপোর্ট প্রকাশ করছে। এ রিপোর্ট প্রকাশের সকল দায়িত্ব সেডের।

প্রকাশকাল: মার্চ, ২০০১

সম্পাদনা: ফিলিপ গাইন

গ্রন্থনা: প্রিসিলা রাজ ও শিশির মোড়ল

ছবি: মহিদুল হক (১, ২, ৩, ৫, ৬, ৭, ১১, ১২, ১৫ ১৬ পৃষ্ঠা)
ফিলিপ গাইন (৮, ১৪, ১৮, ১৯, ৩৪, ৩৬, ৩৯, ৪২, ৪৩ পৃষ্ঠা)

আইএসবিএন: ৯৮৪-৯৪৯-০১২-৫

কম্পোজ ও পৃষ্টাসজ্জা সহায়তা: রোজী ডিঃ রোজারিও

মুদ্রণ: দি ক্যাড সিস্টেম, ৫ নর্থ সার্কুলার রোড, ঢাকা

মূল্য: ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা

Four organizations organized a National Adivasi Roundtable Conference in Dhaka on 18, 19 and 20 December, 1997. This report presents the outcome of that roundtable conference. As one of the four organizers the Society for Environment and Human Development (SEHD) publishes this report. Report published in March 2001.

সূচিপত্র

ভূমিকা i-ii
রিপোর্ট ০১
আদিবাসী ঘোষণাপত্র ও সুপারিশমালা ২০
গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ ৩২
উত্তরাঞ্চলের আদিবাসী ৩৪
উত্তর-মধ্যাঞ্চলের আদিবাসী ৩৬
উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আদিবাসী ৩৮
রাখাইন: উপকূলীয় অঞ্চলের আদিবাসী ৪০
পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী ৪২
বাংলাদেশের আদিবাসীদের নিয়ে সেডের প্রধান প্রকাশনাসমূহ ও প্রামাণ্য চিত্র ৪৬
বাংলাদেশের আদিবাসীদের নিয়ে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা/প্রকাশনা ৫৩

ভূমিকা

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় তিনদিনব্যাপী জাতীয় আদিবাসী গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজক ছিল জাতীয় আদিবাসী গোলটেবিল বৈঠক আয়োজক কমিটি, লন্ডন-ভিত্তিক মাইনরিটি রাইটস্ গ্রুপ, ঢাকা-ভিত্তিক বাংলাদেশ ইনডিজেনাস এ্যাণ্ড হিল পিপলস্ এসোসিয়েশন ফর এ্যাডভান্সমেন্ট (বিপা) এবং সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যাণ্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)। সেড গোলটেবিল বৈঠকের সচিবালয়ের দায়িত্ব পালন করে। একই বছর মার্চ মাসে সেড আয়োজিত আরেকটি জাতীয় আদিবাসী সেমিনার শেষে গঠিত হয়েছিল জাতীয় আদিবাসী গোলটেবিল আয়োজক কমিটি। সেডের উদ্যোগে আদিবাসীদের গুরুতর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে আলোচনা চলছিল গত কয়েক বছর ধরে এবং আদিবাসীদের অধিকার নিয়ে আরো যেসব কাজ হচ্ছিল তার সবগুলোকে এক জায়গায় এনে আদিবাসীদের অধিকারের আন্দোলনকে অর্থপূর্ণ করার জন্যই আয়োজন করা হয়েছিল জাতীয় আদিবাসী গোলটেবিল বৈঠক। এ রিপোর্ট সেই গোলটেবিলে যে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল তারই সারসংক্ষেপ প্রকাশ করছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে রিপোর্ট কেন এতো দেরিতে প্রকাশিত হলো এবং সেডই বা কেন এই রিপোর্ট প্রকাশ করলো। প্রধান কারণ গোলটেবিল বৈঠকের সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় আদিবাসী কমিটি গঠিত হলেও গোলটেবিলের রিপোর্ট প্রকাশের ব্যাপারে কোনো আলোচনা আর এগোয়নি। সেড কার্যালয়েই বার কয়েক বসা হয়েছিল কিন্তু আদিবাসী দিবস পালন এবং বিচ্ছিন্ন কিছু কর্মসূচি ব্যতিরেকে সুপারিশ মোতাবেক আদিবাসীদের নিয়ে গবেষণা এবং গুরুত্বপূর্ণ অধিকারের ব্যাপারে গভীর আলোচনা বেশিদূর এগোয়নি। কাজেই গোলটেবিলে যে আলোচনা হয়েছিল তা যেন হারিয়ে না যায় সেজন্যই সেড এ রিপোর্ট প্রকাশ করছে। দলিল হিসেবে এ রিপোর্টের গুরুত্ব অনেক।

এ রিপোর্ট প্রকাশের আরেকটি কারণ জাতীয় গোলটেবিল বৈঠকের গুরুত্বপূর্ণ দলিল—ঘোষণাপত্র ও সুপারিশমালা—দুবার (১৯৯৯ ও ২০০০ সালে) আদিবাসী দিবসের ঘোষণা হিসেবে ছাপা হয়েছে আদিবাসী দিবসে প্রকাশিত দুটি সাময়িকীতে (কিছু রদবদল করে)। ছাপার আগে সম্পাদক আয়োজকদের কারো সঙ্গে পরামর্শ করেননি। জাতীয় আদিবাসী গোলটেবিলের ঘোষণা ও সুপারিশমালা গোলটেবিলের দলিল হিসেবে যতবার খুশি ছাপা যেতে পারে। তাতে কারো আপত্তি থাকবার কথা নয়। কিন্তু ১৯৯৭ সালের জাতীয় আদিবাসী গোলটেবিলের ঘোষণা ও সুপারিশমালা ১৯৯৯ ও ২০০০ সালে আদিবাসী দিবসের ঘোষণা হিসেবে কেন ছাপা হলো তা বোধগম্য নয়। তবে মনে হয় কেউ কেউ গোলটেবিল বৈঠকের চেতনা এবং বাস্তবতা আড়াল করতে চান। কাজেই যারা বিষয়টি জানেন না তাদের জানানো দরকার। আমরা আজ যে জাতীয় আদিবাসী সমন্বয় কমিটি দেখছি তা অন্তর্বর্তীকালীন এবং গোলটেবিল বৈঠকেরই ফল। একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটি সত্যিকার স্থায়ী জাতীয় আদিবাসী প্লাটফরম করার প্রতিজ্ঞা ছিল

গোলটেবিল বৈঠকের। সে প্রতিজ্ঞা কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে তা দেখা দরকার।

এ রিপোর্ট প্রকাশের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো যে চিন্তার খোরাক গোলটেবিল বৈঠক থেকে তৈরি হয়েছে তা গবেষণা এবং আন্দোলনের নৈতিক দিক নির্দেশের জন্য যথেষ্ট সহায়ক হবে।

এ রিপোর্টের শেষে দেশের পাঁচটি অঞ্চলের আদিবাসীদের ওপর ছোট ছোট পাঁচটি লেখা ছাপা হলো। মূলত এ পাঁচটি অঞ্চলই আদিবাসীদের বসবাসের প্রধান এলাকা। এ পাঁচটি এলাকার ওপর গবেষণালব্ধ লেখা তৈরির একটা অঙ্গীকার গোলটেবিল বৈঠক আয়োজকদের ছিল। কিন্তু গবেষণালব্ধ মৌলিক লেখা তৈরি না হওয়ায় সেডের গবেষকরা নিজস্ব কাজ থেকে পাঁচটি ছোট লেখা তৈরি করে দিয়েছেন। আদিবাসীদের সম্পর্কে যারা উৎসাহী এ লেখা মূলত তাদের জন্য। লেখাগুলোর সাথে থাকছে একটি মানচিত্র যা ১৯৯১ সালের আদমশুমারির তথ্য দিয়ে তৈরি করেছেন অধ্যাপক রাকীব আহমেদ। মানচিত্রটি বাংলাদেশে আদিবাসীদের বসবাসের অঞ্চলসমূহ নির্দেশ করে।

আদিবাসীদের অধিকারের ব্যাপারে আদিবাসীরা নিজেরা এবং তাদের শুভাকাঙ্ক্ষীরা অনেকেই সোচ্চার হচ্ছেন। এতে অনেকেই আদিবাসীদের সম্পর্কে বেশি করে জানার সুযোগ পাচ্ছেন। কিন্তু এ কথা সত্যি পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য জায়গায় আদিবাসীদের বিপদ বেড়েই চলেছে। কাজেই আদিবাসীদের অধিকার নিয়ে কাজকর্ম আরো জোরালো এবং গতিশীল হওয়া দরকার। আমাদের বিশ্বাস দেরিতে প্রকাশিত হলেও এ রিপোর্ট কাজে লাগবে।

ফিলিপ গাইন
সম্পাদক

রিপোর্ট

জাতীয় আদিবাসী গোলটেবিল বৈঠক

ডিসেম্বর ১৮-২০, ১৯৯৭, ঢাকা

জাতীয় আদিবাসী গোলটেবিল বৈঠক

বিশ্বের সব দেশেই আদিবাসী জনগোষ্ঠী ঔপনিবেশিকতা, তথাকথিত উন্নয়ন কর্মকান্ড, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, পরিবেশগত বিপর্যয়সহ নানা প্রতিকূলতার শিকার। বাংলাদেশের বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অবস্থাও প্রায় অভিন্ন, বিশ্বের অন্যান্য আদিবাসীদের মতোই তাঁরা বিপন্ন।

'ট্রাইব' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ 'উপজাতি' যার অর্থ অপূর্ণাঙ্গ জাতি বা ঊন জাতি অথবা পূর্ণ জাতি হিসাবে যাদের এখনো বিকাশ ঘটেনি। এই ধরনের বৈষম্যের রাজনৈতিক ফলাফল খুবই মারাত্মক। কারণ এর ফলে সংখ্যাগুরুর সংস্কৃতিকে সংখ্যালঘুর সংস্কৃতি থেকে উন্নততর অবস্থানে দেখার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

বাংলাদেশের খ্যাতিমান আইনজীবী এবং বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতাদের অন্যতম ব্যক্তি ডঃ কামাল হোসেন বলেন, সংবিধানে জাতিসত্তাসমূহের স্বীকৃতি না থাকাটা বিরাট একটি ত্রুটি। তিনি বলেন তাঁকে যদি এখন আবার সংবিধান লেখার দায়িত্ব দেয়া হতো তবে তিনি তা অবশ্যই অন্যভাবে লিখতেন ।

"জনসংহতি সমিতির 'উপজাতি' শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আপত্তি ছিল। সরকারের চাপের মুখে তারা তা মেনে নিতে বাধ্য হন। কিন্তু আমরা আদিবাসীরা আমাদের পরিচয়ের জন্য কখনোই 'উপজাতি' বা অনুরূপ কোনো শব্দ মেনে নেব না। আমরা এই অবমাননাকর শব্দ প্রত্যাখ্যান করি এবং ভবিষ্যতেও আমরা আমাদের আদিবাসী পরিচয় অব্যাহত রাখব," বলেন চাকমা প্রধান রাজা দেবাশীষ রায়।

মূল্য: ৫০ টাকা

সেড

আইএসবিএন: ৯৮৪-৯৪৯-০১২-৫